জল

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা - এদের নিয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়েছে একবিংশ শতাব্দীতে, জানুয়ারি মাসে। এই কমিটি অনুসন্ধান করে দেখবেন, ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রত্যন্ত গ্রামে এখনও পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক যুগে আকণ্ঠ ডুবে আছে। সর্বজন স্বীকৃত ভাষায় বলা যায়, কোন্ কোন্ গ্রামে সামন্তপ্রথা চালু আছে এখনও।

তাদেরই একটি রিপোর্টের জেরক্স কপি। রিপোর্টটির নাম দেওয়া হয়েছে 'জল'।

জেরক্স কপির প্রতিবেদন ঃ

গঙ্গাপ্রসাদ পান্ডে গোপীনাথপুরের একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। এখনও জাতপাত মেনে চলেন। অন্ত্যজ শ্রেণীর ছোঁওয়া থেকে তফাতে থাকেন। বাড়ির কাজে নীচু জাতির মহিলাদের লাগানো হলে এখনও গঙ্গাপ্রসাদের নির্দেশে গোবরজল বা গঙ্গা জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। বাড়িতে সবসময় গঙ্গার জল মজুদ থাকে। এছাড়াও তিনি গ্রামের বিত্তশালী ব্যক্তি। যথেষ্ট জমিজমা আছে বিভিন্ন নামে। গঞ্জে আছে চালের ব্যবসা, কাপড়ের ব্যবসা, হাট বসার বিঘা দুয়েক একটা জায়গা আছে। গঙ্গাপ্রসাদের ঠাকুরদা, গয়ারাম পান্ডের নামে সেই হাট। গ্রামবাসীরা বলে গয়ারামের হাট। সেখান থেকে গঙ্গাপ্রসাদের কর্মচারী জোরজুলুম করে টাকা তোলে। ষাট বছর বয়সেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, গ্রামে শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন গঙ্গাপ্রসাদ পান্ডে। কারণ স্বাস্থ্য ভাল। এখনও প্রতিদিন একসের মোষের এবং গর দুধ খান। তিন জোয়ান ছেলে বাবার ব্যবসার কাজে জড়িয়ে আছে। তিন জোয়ান ছেলে প্যান্টসার্ট পরে, হাতে মোবাইল নিয়ে, বাইকে চেপে ব্যবসা দেখে। বাবা গঙ্গাপ্রসাদ এখনও ধুতি-ফতুয়া পড়ে থাকেন। কোথাও যেতে হলে এখনও ঢাঙ্গিতে চেপে যাতায়াত করেন। আগে জমিদারের থাকত পোষা লেঠেল ও বন্দুকধারী, এখন গঙ্গাপ্রসাদ ও পুত্রদের থাকে পোষা গুন্ডা-মাস্তান।

গ্রামের শেষ সীমায় একটা ভাঙাচোরা হেলেপড়া বেড়ার ঘরে থাকত এক চাড়ালের মেয়ে, তার গনা বুড়ি মা-কে নিয়ে। চাড়ালের মেয়েটির সতের বছর বয়সের যৌবন সবার নজর কেড়ে নিলেও সবাই ওকে ভালবাসে ওর কাজ-কর্মের জন্যে, স্বাভাবিক স্বভাবের জন্যে। তবে এমন কিছু নজর কাড়া যৌবন ছিল না। পাতলা, ছিপছিপে গড়ন। ফ্যান-ভাত, ডাল-ভাত, কুড়িয়ে আনা শাক-সব্জি খাওয়া বয়সের টানে সতেজ চেহারা। ওর কপাল ভাল, ওকে কেও ছোঁয় না জাতপাতের ভয়ে। ওর কপাল ভাল, নীচু জাতের জন্যে ওকে সবাই ঘৃণা করে, ওর কপাল ভাল নোংরা পোষাকের জন্যে এবং নিয়মিত চান না করার কারণে ওর ধারেকাছে কেউ যায় না। এখনও পর্যন্ত, এই সতের বছর বয়স পর্যন্ত কোন বিকৃত যৌন কামনার শিকার ঐ মেয়েটির হয়নি। তবুও মেয়েটি ভালবাসা পায়। চুমকি নামে এই মেয়েটি সবার উপকার করতে ভালবাসে, কাজকর্ম করে দিতে ভালবাসে। বিড়ালে, কুকুরে উঠোনে হেগে দিয়ে গেছে, ডাকো চুমকিকে । বমি করেছে - ফেলতে হবে, ডাকো চুমকিকে। উঠোনে ময়লা জমেছে, ঝাঁট দিতে হবে, ডাকো চুমকিকে। অনুষ্ঠানের খাবারের আবর্জনা ফেলতে হবে, ডাকো চুমকিকে। মরা বেড়াল-কুকুর-ইঁদুর পরে আছে, ডাকো চুমকিকে। অতএব জাত-পাতের সমাজেও চুমকির প্রয়োজন আছে। ফলত ওর শরীরের লোভে কেউ হাত বাড়ায় না। চুমকি বেঁচে যায়।

যাদব বলে একটি ছেলে চুমকিকে ভালবাসে। কিন্তু জাত-পাতের ভয়ে সে ভালবাসার কথা বলতে পারে না। যাদব চুমকিকে দিয়ে ভাল কাজ করায়, নোংরা কাজ করায় না। এই অজুহাতে সে চুমকিকে অনেক কিছু উপহার দেয়। যাদব গোয়ালার ছেলে, সে গোপনে মাঝে মাঝে চুমকিকে দুধ খাওয়ায়। চুমকি কাঁচা দুধই খেয়ে নেয়। মাঝে মধ্যে মার জন্যে নিয়ে যায়। তবু যাদব ভালবাসার কথা বলতে পারে না।

তবুও চুমকিকে নিয়ে একটি ঘটনা ঘটে যায় । ঘটনাটা শু এখান থেকে। একদিন গঙ্গাপ্রসাদ ওকে বিকেলে আসতে বলে, চালের গুদামে একটা ইঁদুর মরে আছে। ওটা ফেলতে হবে। টাকা পাবি। তোর গনা মায়ের অসুখের জন্যে ওষুধ কিনতে পারবি। একসের চাল পাবি। বিকেল হতেই গঙ্গাপ্রসাদ বাতে পঙ্গু বউ-এর কবিরাজ ডেকে আনার অনুরোধ না শুনে শিব-মন্দিরের দিকে হাঁটতে থাকে । সেখানে চুমকি থাকবে । শিবমন্দিরের কাছেই চালের গুদাম । চলার পথে গঙ্গাপ্রসাদ দেখতে পায় শূন্য ফাটা কলসি জমির পাশে কাঁটা-গাছের তলায় পড়ে আছে। অমঙ্গলের দৃশ্য দেখে গঙ্গাপ্রসাদের ভারি শরীর মনগাছের কাঁটার খোঁচায় কাঁপে। মন্দিরের কাছে আসতেই দেখতে পায় শুকনা ডালে কাক বসে কা কা করছে। সেই গাছের তলায় বসে চুমকি পাকা আতাফল খাচ্ছে । তখনই খনার বচন 'শূন্য কলসি শুকনা না, শুকনা ডালে ডাকে কা', গঙ্গাপ্রসাদের মনে কাঁপন ধরায় । এর অর্থ গঙ্গাপ্রসাদের কাছে স্পষ্ট, অমঙ্গল। অমঙ্গলের কথা ভেবে সে মনে মনে স্থির করে, আগেই চুমকিকে টাকা এবং একসের চাল দিয়ে দেবে। কাজ করিয়ে নিয়ে পরে দেব বলবে না যা গঙ্গাপ্রসাদের স্বভাব। সেখান থেকে চুমকি-কে নিয়ে চালের গুদামে যায়। চুমকি পিছন পিছন গঙ্গাপ্রসাদকে অনুসরণ করে। গুদামে পৌঁছে তালা খুলে ভিতরে ঢুকে গঙ্গাপ্রসাদ গুদামের দরজা বন্ধ করে দেয়। চুমকি ইঁদুরটা কোথায় জানতে চায়। 'আয় দেখাচ্ছি' বলে গঙ্গাপ্রসাদ চুমকিকে জোর করে খালি বস্তার গদির উপর শুইয়ে দেয়। একবার বোধহয় চুমকি বলেছিল, 'দাদামশাই আমার গায়ের চামড়া ছুলে আপনার জাত যাবে। আমাকে ছোবেন না।' ধস্তাধস্তিতে চুমকি অবশ হয়। তোকে টাকা দেব, তোকে চাল দেবো, এসব কথা অবশ চুমকি শুনতে পায় না। বলতে বলতে গঙ্গাপ্রসাদ চুমকির শরীরের রসটুকু মদের মতো পান করে নেয়। আধা উদোম চুমকি আর বাঁধা দিতে পারেনি। গঙ্গাপ্রসাদ যা খুশি কক এমন একটা মনোভাব নিয়ে দাদা মশাইয়ের বিকৃত চোখ-মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল যেন বাজপাখির থাবার কাছে পায়রা শাবকের কণ দৃষ্টি। এক সময় ষাট বছরের উর্বর শরীরটা (পড়ুন বর্বর) চুমকিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ছোট শিশি থেকে গঙ্গার জল বের করে লিঙ্গটা ধুয়ে ফেলে। চুমকি ময়লা-ছেঁড়া জামা-শাড়ি ঠিক করতে করতে গঙ্গাপ্রসাদের চেঁচানোকে 'টাকাটা পড়ে রইলরে চুমকি' অবজ্ঞায় অবহেলা করে, ছুটে বেরিয়ে যায়। তারপর চেনাশোনা গ্রামের পথ দিয়ে, গ্রামবাসীদের 'দৌড়চ্ছিস কেন রে চুমকি' এই আর্ত স্বরের উত্তর না দিয়ে, দৌড়তে দৌড়তে গঙ্গাপ্রসাদের বাড়ির সীমানার মধ্যে যে বিশাল অর্ধেক ঢাকা দেওয়া ইঁদারাটা আছে নিমগাছের পাশে, সেখানে ঝাঁপ দেয়। এই ইঁদারার জল একমাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই ব্যবহার করতে পারে। নিম্নবর্ণের লোকেরা পেতে পারে, কেউ যদি জল তুলে ঢেলে দেয় এবং সেখানে যদি দয়ার স্পর্শ থাকে, এরকমই নির্দেশ গঙ্গপ্রসাদের। এই জল গ্রামের সবাই পান করে, যদিও গঙ্গাপ্রসাদের বাড়ির

ভিতরে একটি টিউবওয়েল বসানো আছে। একমাত্র ঐ জল গঙ্গাপ্রসাদের পরিবার ব্যবহার করে। প্রথমে একটা ছোটোখাটো হইচই শু হতেই, গ্রামের সবাই ছুটে আসে। এতো গভীর ইঁদারায়, অনেক নিচুতে, গ্রীষ্মের দাবদাহে আরও নিচে নেমে যাওয়া জলে কেউ ঝাঁপ দিতে সাহস করে না। একজন শক্ত দড়ি নিয়ে আসে। চুমকি জল খাচ্ছিল, জলে দাপাচ্ছিল। গঙ্গাপ্রসাদ সেখানে চলে আসে। কপাল থাপড়াতে থাকে চেঁচাতে চেঁচাতে, একজন ম্লেচ্ছ হিন্দুদের পবিত্র খাবারের জল অপবিত্র করে দিল। গঙ্গাপ্রসাদ দড়ি ফেলতে দেয় না। চন্ডালের মেয়ে, জল থেকে তুলে আনলে জাত যাবে। দড়ি কেউ ফেলতে সাহস করে না। পাপ থেকে মুক্তির উপায় বের করার জন্য গঙ্গাপ্রসাদের এক ছেলে বাইকে চলে যায় পুরোহিত ডেকে আনতে । বাইকের শব্দে যন্ত্রণা-কাতর আর্তনাদ খানিকটা সময় ঢাকা পড়ে যায়। হইচই যত বাড়ে, ভিড় তত বাড়ে। একমাত্র চুমকির মা আসতে পারে না। সে রোগে জীর্ণ। ছেঁড়া-ময়লা কাথার বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না।

এমন সময় সংবাদ পেয়ে যাদব ছুটে আসে। তার মুখে আঠার মতো শব্দ লেগে যায় 'চুমকি' 'চুমকি'। 'চুমকি' শব্দে শব্দে উচ্চারণে উচ্চারণে মুখ ভরে যায় যাদবের। ছুটে এসে পাথরের মতো ভারি ভালবাসার আবেগে ইঁদারার জলে নিজেকে ছুঁড়ে দেয়। শুধু একটি কথা বারবার সবাই শুনতে পায়, 'চুমকি ভয় নেই, আমি তোকে জল থেকে তুলে আনবো।' অজ্ঞান চুমকিকে বুকে তুলে নিয়ে ভাসতে থাকে, ডুবতে থাকে। চেঁচাতে থাকে, দড়ি ফেলো। গঙ্গাপ্রসাদের কঠোর নিষেধ আমার দড়ি ফেলবে না। ওরা চাড়াল। পাপ হবে। একজন নমশূদ্র গঙ্গাপ্রসাদের হাত থেকে শক্ত দড়িটা কেড়ে নেয়। ইঁদারায় ফেলে। তিন হাতের জন্য দড়িটা জল ছুঁতে পারে না। যাদব হাত বাড়ায়, দড়ি ধরতে পারে না। চারদিকে 'হায় হায়' শব্দ হয়। মাথার উপর সাদা পায়রাদের পাখার ঝাপটানির শব্দ শোনা যায়। গঙ্গাপ্রসাদের আরেক জোয়ান ছেলে নমশূদ্রের গালে থাপ্পড় মারে। নমশূদ্রের হাত থেকে দড়িটা কেড়ে নেয়। নমশূদ্রের মুখে কাষ্ঠ-দৃঢ়তা, ওর চোখে ছাই-চাপা আগুনের দৃষ্টি । সেসময় ইঁদারার গভীর জলে চুমকি এবং যাদব নিস্তেজ হয়ে ভাসতে থাকে। তারপর মুসলমান, জোলা, চাড়াল, কামার এদের ডাকা হয়। ইঁদারার লোকেদের ডাকা হয়। অবশেষে দুটি মৃতদেহ ওরা তুলে আনে। মোটর বাইকের শব্দ হয়, পুরোহিত এসেছে। প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেয়। বলে যায়, ইঁদারার ঢাকনাটা বড় করতে হবে। পরের দিন গ্রামের সবাই একটা মেশিনের শব্দ শোনে। গঙ্গাপ্রসাদের ইঁদারার জল তুলে ফেলা হচ্ছে ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com